সংবাদ পরিষেবা

জানুয়ারী ২০১৫

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

তামাদি

২০/৯১

জলবায়ু বদলের ফলে সুন্দরবনের জলে ধাতু-বিষ মিশছে। এই বিষটা মিশছে হুগলি নদীর মোহনায়। এইরকমটা হওয়ার কারণ সমুদ্রের রাসায়নিক চরিত্র বদলে যাওয়া। এই কথাগুলো বলেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেছেন, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ায় সমুদ্রতলে থাকা তামা ও দস্তাসহ ধাতুগুলি সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই ঘটনা ঘটার ফলে সমুদ্রের অম্লত্ব বাড়ছে। ডব্লুডব্লুডব্লু.টাইমসোফি ইন্ডিয়া.ইন্ডিয়া টাইমস.কম থেকে খবরটা পেলাম।

আবার ?

২০/৯২

উত্তরপ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর জল ভীষণ দূষিত হয়ে নদীর চারপাশের এলাকায় ক্যান্সার, প্যারালিসিস, অঙ্গ বিকৃতিসহ নানা রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে। জলটা দুষিত হয়েছে নানা ভারী ধাতু ও যৌগ নদীর জলে মেশার ফলে। এই ধাতুগুলোর ভেতর আছে পারদ, সিসা, দস্তা, ফসফেট, সালফাইড, ক্যাডমিয়াম, লোহা, নিকেল ও ম্যাঙ্গানিজ। এইসব রোগ হয়েছে বেশি নদীপাড়ের ভাগপত অঞ্চলে। এই ধাতুর দূষণে খালি রোগই ছড়াচ্ছে না, নদীর জলজ প্রাণীও লোপাট হচ্ছে। কৃষ্ণা নদীর দূষণ নিয়ে কয়েকটা সমীক্ষা হয়েছে। এই কথাগুলো ওই সমীক্ষায় আছে। আর সমস্ত খবরটা আছে ডব্লুডব্লুডব্লু.দি হিন্দু.কম-এ।

উন্নতি

২০/৯৩

এই দশকের শেষাশেষি বেঙ্গালুরুতে জলাশয়ের সংখ্যা ও আয়তন কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। এই দশকের শেষাশেষি বলতে ২০২০ সালে। ১৯৭২-এ বেঙ্গালুরুর জলাশয়গুলির মোট আয়তন ছিল মোট ভূভাগের ৩.৪ শতাংশ। জলাশয়ের সংখ্যা ছিল ২৬৫। ২০২ তে জলাশয়ের সংখ্যা ৯৩-এ দাঁড়াবে। আর জলাশয়গুলি মিলে মোট আয়তন হবে মোট ভূখণ্ডের ০.৭৪ শতাংশ। বেঙ্গালুরুতে বর্তমানে জলাশয়ের মোট আয়তন মোট ভূখণ্ডের ০.৯ শতাংশ। এদিকে বেঙ্গালুরু শহর এখন আয়তনে পাঁচগুণ। খবরটা আছে ডব্লুডব্লুডব্লু.দিহিন্দু.কম-এ।

চৌমাথা

২০/৯৪

দেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে চার রাজ্যের হিমবাহ নিয়ে গবেষণা করবে। এই ৪টে বিশ্ববিদ্যালয় একটা কমিটি করেছে। তাঁর নাম ইন্টার-ইউনিভার্সিটি কনসর্টিয়াম অন ক্রায়োস্ফিয়ার অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। এই জন্য কাজ করবে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় ও সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়। যে যে অঞ্চলে হিমবাহের ওপর কাজ হবে সেগুলো হল কাশ্মীর, কারাকোরাম, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম ও উত্তরাখন্ড। হিমবাহ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কাজ এই প্রথম। খবরটা দিল ডব্লুডব্লুডব্লু.দি হিন্দু.কম।

পাখিরা লয় ?

২০/৯৫

দেশের দশটা পাখিরালয় ঘোর বিপদের মুখে। তার ভেতর প্রথমে নাম আছে গুজরাটের ফ্লেমিঙ্গো সিটি, মহারাষ্ট্রের গ্রেট ইন্ডিয়ান স্যাংকচুয়ারি ও সেউরি-মহুল ক্রিক-এর। তারপর আছে মধ্যপ্রদেশের শৈলানা খারমর স্যাংকচুয়ারি, আন্দামান-নিকোবর -এর তিল্লাংচং, মধ্যপ্রদেশের দিহালিয়া ঝিল ও কাবেরা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারি, হরিয়ানার বাসাই, মধ্যপ্রদেশের সর্দারপুর ফ্লোরিক্যান স্যাংকচুয়ারি আর কর্ণাটকের রানেবেনুর। এইসব বলেছে মুম্বই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি। খবরটা আছে টাইমসোফিন্ডিয়া. ইন্ডিয়াটাইমস. কম.এ।

ভালুক মরে যাচ্ছে

২০/৯৬

আলাস্কার উত্তরের একটা বরফ সাগরে তুষার ভালুকের সংখ্যা কমছে। ২০০১ থেকে ২০১০-এ এই ভালুক কমেছে ৪০শতাংশ। ২০০৪ থেকে ২০০৬ অব্দি হিসেবে ৮০টা ভালুক শিশুর ভেতর ২টি বেঁচেছে। সবচেয়ে কম পাওয়া যাচ্ছে একটু বড় হওয়া ভালুক। এর জন্য একটা সমীক্ষা হয়েছে। সমীক্ষাটা হয়েছে ১০ বছর ধরে। সমীক্ষাটা করেছে মার্কিন ভুতত্ত্ব সমীক্ষা ও কানাডার বিজ্ঞানীরা। ডব্লুডব্লুডব্লু দিগার্ডিয়ান.কম-এ এই খবরটা আছে।

চিনের প্রাচিড় ১

২০/৯৭

চিনে জলের বড় টানাটানি হয়েছে। কারণ চিনে জল দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জল চিন সরকার সবাইকে দিতে পারছে না। চিনে ২০১৩-র ভেতর জল সরবরাহের ১০টি কেন্দ্রের ৫০ শতাংশ জল দূষিত হয়ে গেছে। আবার ৩১টি মিষ্টি জলের হ্রদের ১৭টাও দূষিত হয়েছে।ওখানের মাটির নীচের জলের ৪৭৭৮ টি জায়গার প্রায় ৬০ শতাংশের জলও খারাপ বা খুব খারাপ। এইসব সমীক্ষা করে সংবাদ বানিয়ে দিয়েছে জিনহুয়া নিউজ এজেন্সি।

চিনের প্রাচিড় ২

২০/৯৮

চিনের চাষ জমির ৪০ শতাংশ খারাপ হয়ে গেছে। ফলে ওই জমির ফসল হওয়ার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। চিনের শস্য-গোলা বলে পরিচিত উত্তর হেইলংজিয়ং প্রদেশের কৃষ্ণমৃত্তিকা পাতলা হয়ে যাচ্ছে, চিনের দক্ষিণের মাটির বেড়ে গেছে অম্লতা। এই মাটি খারাপ হয়েছে বলতে জমির উর্বরতা কমেছে, ভূমিক্ষয় বেড়েছে। চাষ জমির বাইরে থেকে আসা দূষিত পদার্থ, মাটির দূষণ, জলবায়ু বদল ইত্যাদি এর কারণ। জলপথ ও চাষজমি কলকারখানা গড়তে গিয়ে দূষিত হয়েছে। চিন সরকার এই অবস্থা বিষয়ে সচেতন। চিন সরকার ৩.৩ মিলিয়ন হেক্টর মাটিকে দূষণমুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে পরিকল্পনা বানিয়েছে।

ওবাবামা !

২০/৯৯

আমেরিকা গরিব দেশগুলোকে উষ্ণায়ন ঠেকাতে ৩ বিলিয়ন ডলার দেবে। আমেরিকা এই ব্যাপারে অন্য দেশগুলোকেও এগিয়ে আসতে বলেছে। ব্রিসবেনে পি ২০ শীর্ষ সভার আগে এইরকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হল। আমেরিকা টাকাটা এক নতুন তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক তহবিলে ঢুকল যেখান থেকে গরিব দেশগুলোকে জলবায়ু বদল নিয়ে কাজ করার জন্য টাকা দেওয়া হবে। ডব্লুডব্লুডব্লু.এফটি.কম-এ কথাগুলো বলা আছে।

দ্বীপ ডুবছে... !

২০/১০০

মধ্য-প্রশান্ত মহাসাগরে কিরিবতি দ্বীপটা ডুবে যাবে। সমুদ্রতল বেড়ে এই ঘটনা ঘটবে। দ্বীপটা এইভাবে ডুববে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও নাসা গবেষণা করে আমুন্ডসেন সাগরে ৬টা বড় বড় হিমবাহের কথা বলছে। যেগুলো গলতে শুরু করেছে আর এগুলো গলতে শুরু করলে কিরিবতির মতো নিচু দ্বীপগুলি সহজেই ডুবে যাবে।

পাশবিকতা

২০/১০১

অস্ট্রেলিয়ায় ১৪০টা জন্তু জানোয়ারের অস্তিত্ব বেশ আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছে। এর ভেতরে বনবিড়ালের মতো দেখতে ওমবাট ও সবুজ করাত মাছও আছে। অস্ট্রেলিয়ায় এখন এইরকম আশঙ্কাগ্রস্ত প্রাণী-প্রজাতির সংখ্যা ১৬১৩। যার ১৩৮টা সংরক্ষিত এলাকার বাইরে থাকে। আবার ৫,৮১৫ টি স্থল-বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থার ১.৬৫৫টি অরক্ষিত। এইসব সমীক্ষা করে পেয়েছে ডব্লুডব্লুএফ। অথচ অস্ট্রেলিয়া সরকার নাকি এই সময়েই পরিবেশ-রক্ষার জন্য দেশে নজর দেওয়া শুরু করেছে। খবরটা জানা গেল ডব্লুডব্লুডব্লু.দ্য গার্ডিয়ান.কম-এ।

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মধ্যপ্রদেশও

২০/১০২

মধ্যপ্রদেশ সরকার ওই রাজ্যে জিন-সরষে ও ছোলা মাঠে লাগিয়ে পরীক্ষা করতে দিল না। এই দুটো শস্য পরীক্ষার কাজ করত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও সানগ্রো মিড নামে একটা প্রাইভেট কোম্পানি। মধ্যপ্রদেশ সরকার বলেছে এই পরীক্ষার ফলে পরিবেশে বিরুদ্ধ-প্রভাব হবে কিনা তা নিয়ে পরিষ্কার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

নৈর্ঋত কিরণ

২০/১০৩

মেঘালয় সরকার বলছে তারা আর ওই রাজ্যে চাষবাসে কীটনাশক ব্যবহার করবে না। মেঘালয়ে চাষে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ বিষে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই ওখানে সরকার এইরকম ভাবছে। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মাটিকে ভালো করতে জৈবসার তৈরিরও উদ্যোগও নিচ্ছে তারা।

বেনজির !

২০/১০৪

কেরলে ভেমবান্দ হ্রদটা পরিষ্কার করা হল। পরিষ্কার করল কেরলের ১৩টা হ্রদ-রক্ষা সমিতি মিলে। এই হ্রদে প্রতিবছর প্রচুর প্লাস্টিক পড়ে। প্রতিবছর এই প্লাস্টিক পরিষ্কার করা হয়। এই পরিষ্কার করার কাজটা শুরু হয়েছে গত ২০১১ সাল থেকে। এই উদ্যোগে কাজ করেছে ধীবর ও ঝিনুক-ধরাকরা। এই হ্রদ-রক্ষা সমিতিগুলোর ভেতর অশোকা ট্রাস্ট ফর ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, ভেমবান্দ নেচার ক্লাব, যুবকেলি আর্টস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব সহ নানা সংগঠন আছে। আর আছে বনবিভাগও।

জবাব দাও

২০/১০৫

গুজরাটের কোকাকোলা কারখানা নিয়ে বেশ গন্ডগোল হচ্ছে। কোকাকোলা কারখানা ওখানে পানীয় বানানোর জন্য রোজ তিন মিলিয়ন লিটারের ওপর জল তোলে। এই জলটা তোলা হয় সর্দার সরোবর বাঁধের জলাশয় থেকে। অথচ এই বাঁধটা বানানো হয়েছিল উত্তর গুজরাট, সৌরাষ্ট্র ও কছ-এর যেই সব জায়গায় বেশি খরা হয় সেইখানে জল দেওয়ার জন্য। আবার কারখানা রোজ ৪৫০ কিলোলিটার করে বর্জ্য তৈরি করে। এইসব নিয়ে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেসের আহমেদ প্যাটেল গুজরাট সরকারের কাছে। অভিযোগ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নাগরিক সভাগুলোও।

...সোহাগা !

২০/১০৬

এমনিতেই রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের দূষণ বাড়ছে। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল নকল ও ভেজাল কীটনাশকের সমস্যা। লোকসভায় লিখিতভাবে কৃষি রাজ্য-মন্ত্রী ড. সঞ্জীব বাল্যান একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ২০১৩-১৪ বছরে ১৪৯৫ টি কীটনাশক নমুনা পাওয়া গেছে, যেগুলি নকল ও ভেজাল। কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলিকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ চলতি আইন অতটা শক্তিশালী নয়। কিন্তু ২০০৮ সালের পেস্টিসাইড ম্যানেজমেন্টে বিল আইন হিসেবে বলবৎ হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু 'উন্নত' চাষের নামে প্রকৃতিতে রাসায়নিক কীটনাশকের মাধ্যমে যে বিষ ঢালা হচ্ছে তার থেকে রেহাই কীভাবে পাওয়া যাবে।

বাঘ পালিয়েছে !

২০/১০৭

উত্তরপ্রদেশের পিলভিট সংরক্ষিত অরণ্যে বাঘ কমে গেছে। এই জঙ্গলের ১০টা বাঘ উধাও হয়ে গেছে। ২০১০ সালে এই জঙ্গলে ৪০টা বাঘ ছিল, ২০১২ তে দেখা গেল ৩০টা বাঘ আছে। আর গত বছর এই সংখ্যা ২৩-এ নেমেছে। এর কারণ কেউ বলছে চোরা শিকার, কেউ বা বলছে জঙ্গলে বাঘের অস্তিত্ব সংকটের কথা। এই বিষয় নিয়ে উত্তরপ্রদেশের ওই অঞ্চলের সরকারি বিধায়ক সরব হয়েছেন, কিন্তু চুপ করে আছে পিলভিট অরণ্যের উচ্চপদস্থ ও উত্তরপ্রদেশ বণ্যপ্রাণ রক্ষার শীর্ষ আধিকারিক।

দেখো

২০/১০৮

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ওখানে বাজারের সব ফল-সবজি বিভাগীয় আধিকারিকদের ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নিতে বলেছেন। কেরলে ফল-সবজিতে খুব কীটনাশক চাষিরা মেশাচ্ছে। এক এক করে কেরলে অনেক ফল ও সবজিই পরীক্ষা করানো হচ্ছে। এখন অব্দি পরীক্ষা হয়েছে বরবটি, বিট, বেগুন, বাঁধাকপি, কুঁদরি, কচু, লংকা, নটে ও আপেলের। এর ভেতরে নটে ও আপেলে কীটনাশকের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

তিক্ততা বাড়লে ?

২০/১০৯

ভারতে কৃষিতে নিমের বহু ব্যবহার হয়। কিন্তু নিম তেল মাখানো ইউরিয়া ব্যবহার এই প্রথম। যা কিনা তৈরি করেছে কৃষক ভারতী কোঅপারেটিভ বা কৃভকো। ইতিমধ্যেই এই সার ব্যবহারকারীরা ভালোই ফলন পেয়েছে বলে কৃভকো দাবি করেছে। ফলে এই সারের চাহিদা বেড়েছে। জমিতে সরাসরি দেওয়া ইউরিয়া থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের অনেকটাই গাছ গ্রহণ করতে পারে না, নষ্ট হয়। কিন্তু নিম তেল মাখানো ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে নাইট্রোজেনের কার্যকারিতা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়ে যায়, এমন বলছে কৃভকো। ফলে জল, মাটি ও বাতাসের দূষণ কমে। ভারতে প্রতিবছর ৭০ লাখ টন ইউরিয়া আমদানি করতে হয়। এতে অনেক বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়। এই সারের ব্যবহার বাড়ালে বিদেশী মুদ্রাও বাঁচবে বলে কৃভকো-র দাবি।

অনুপ্রবেশ

২০/১১০

বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রক বলছে, উন্নত প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা মেটাতে বিটি ফসলের গুরুত্ব রয়েছে। আর এই কারণেই পাঁচটি জিন-ফসলের গবেষণার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি ফসলের মধ্যে রয়েছে ২ রকমের ধান, ২ রকম আলু ও এক জাতের তুলো। এর আগে বাংলাদেশ সরকার তিন ধরনের জিন পরিবর্তিত বেগুন যেমন কাজলা, নয়নতারা ও বারি পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছিল ২০১৩ সালের ৩০ অক্টোবর। এ নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল কারণ, অঞ্চল ভাগ করে মোট ২০ জন চাষিকে এই বেগুন চাষের জন্য দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র একজন চাষির ফসল ফলেছিল। বাংলাদেশে জিন-ফসলের চাষ হলে তার দূষণ থেকে পশ্চিমবঙ্গও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা জুড়ে সীমানা রয়েছে। এই সীমানা এতই খোলামেলা যে খুব সহজেই এই বীজ আমাদের রাজ্যে ঢুকে পড়বে। আর এটাই বীজ কোম্পানিগুলি চাইছে।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

১/১৬ ডিমাই ।। হোয়াইটপ্রিন্ট।। ৪৫ পাতা ।। ৩০ টাকা ।।

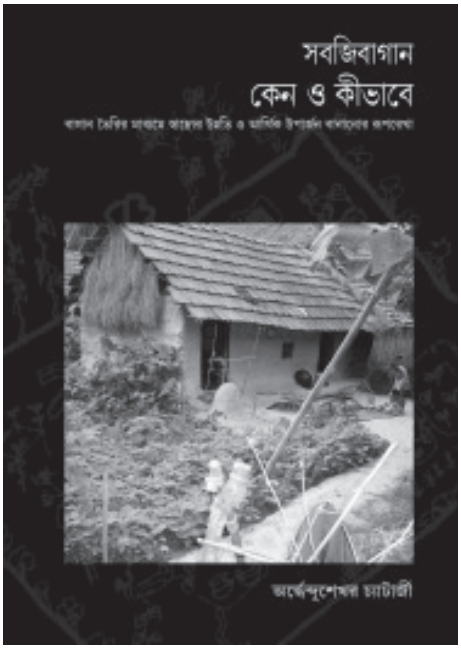

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু